দৈনিক বাংলা

10 SEP 1987

পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ডিগ্রি দেবার নামে প্রতারণা

দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যখন একটা হতাশাজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে, ঠিক তখনই যদি শিক্ষার নামে প্রতারণা ও জালিয়াতির খবর শোনা যায়—তাতে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। সম্প্রতি এক সরকারী ভাষা ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের এক প্রতিবেদনে দূরশিক্ষার নামে এমনি প্রতারণা ও জালিয়াতির আশংকার কথা প্রকাশ করা হয়েছে।

কিন্তু ব্যাপারটি ঐ পর্যন্তই থেমে থাকেনি। সম্প্রতি আমরা এধরনের প্রতিষ্ঠানের শিকার ধরার কৌশল সম্পর্কে অবহিত হয়েছি—যারা দূরশিক্ষণের নামে ঘরে বসে ডিগ্রী দেবার নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। রাজশাহীতে এমনই এক তথাকথিত কলেজ দেশের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষকে বিভ্রান্ত করে অর্থ উপার্জনের সুযোগ গ্রহণ করেছে। শহরে এর অবস্থান হলেও মূল তৎপরতা গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে—রীতিমত নির্দিষ্ট 'এজেন্ট' নিয়োগের মাধ্যমে। এদের রয়েছে ৩ থেকে ৪ রকমের প্রসপেক্টাস যা এলাকা ও পরিবেশ বুঝে ছড়ানো হয়ে থাকে।

এই কলেজ সম্পর্কে জানার জন্যে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আলাপ করে নিম্নোক্ত তথ্য পাওয়া গেছে। প্রথমত শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা শিক্ষা বোর্ড নয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহকে রেজিস্ট্রেশন প্রদানকারী 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানী'র কাছ থেকে এদের অনুমোদন সংগৃহীত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন কেন? দ্বিতীয়ত কলেজের শিক্ষক কারা এবং এর পরিচালনা কমিটিতে কারা রয়েছে তা জানার কোন উপায় নেই। এইসব কথিত এই কলেজের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয় যে ভারতের মৈথিলী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার উচ্চতর ডিগ্রী সংগ্রহ করে দেবে। এতে রাজশাহীস্থ সহকারী ভারতীয় হাইকমিশন অফিস সহযোগিতা প্রদান করবে। সে অনুযায়ী আমরা কয়েকজন হাইকমিশনে যোগাযোগ করলে তারা জানান, ভারতে এই নামে কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই এবং এধরনের ডিগ্রী দেবার ব্যাপারে কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের কোন চুক্তিও হয়নি। ফলে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে আমাদের কাছে নিছক প্রতারণা হিসেবেই ধরা পড়ে।

আমরা এধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে জনসাধারণকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি। এই সাথে এদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

—নাজমুস শাকিব ইরতেজা হাসান, নুসরাত জাহান, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ।

জনমত জনমত

প্রাথমিক শিক্ষকদের আবেদন

সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতরের নির্দেশক্রমে রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ১৯-৫-৮৫ ইং তারিখে আমরা পাঁচজন শিক্ষক/শিক্ষিকা চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হই এবং ঐ মোতাবেক ১-৬-৮৫ ইং তারিখে নিয়োগপত্র পেয়ে উপজেলার বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজে যোগদান করে যথারীতি বেতনভাতাদি পেতে থাকি। কিন্তু হঠাৎ করে গত মে '৮৬ ইং তারিখে আমাদের বেতনভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়। সেই থেকে গত পনেরো মাস যাবত আমরা কোন বেতনভাতা পাচ্ছি না। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে অনেক বার মৌখিক ও লিখিতভাবে জানানোর পর স্মারক নং ৩৩৭/প্রাঃশিঃ তাং ২৬-৮-৮৬ ইং উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রেরিত নির্দেশে জানতে পারি যে মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতর, বাংলাদেশ, ঢাকা প্রেরিত নির্দেশে স্মারক নং ৭-এ প্রাই/৮৫/৬৩৪/৪৬৮ বিদ্যঃ রাজঃ তাং ১২-৪-৮৬ ইং আমাদের বেতনভাতা বন্ধ করা হয়েছে। ফলে পরিবারপরিজন নিয়ে অনাহারে/অর্ধাহারে নিদারুন দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করিতেছি। এ বিষয়ে প্রাথমিক পরিদফতরের মহাপরিচালক বরাবর

বর্তমানে কলেজটি নানা সমস্যায় জর্জরিত। এ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বেশ কয়েকবার প্রতিবেদনও প্রকাশিত

নরসিংদী মহিলা কলেজ

নরসিংদী মহিলা কলেজটি এ জেলার মেয়েদের উচ্চশিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। ১৯৭০ সনে এ এলাকার বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের চেষ্টায় দেড় একর জমির ওপর স্নাতক মান সম্পন্ন এ কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হয়ে আসছে।

সুরম্য দ্বিতল ভবনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণীকক্ষসহ কলেজের সমৃদ্ধ বিজ্ঞানাগার রয়েছে। একতলা দালানে রয়েছে অধ্যক্ষ সাহেবের কক্ষ, অফিস কক্ষ শিক্ষক মিলনায়তন ও গ্রন্থাগার। অনতিদূরেই ছাত্রীদের হোস্টেল।

বাংলাদেশ সরকারের বিঘোষিত নীতি অনুযায়ী জেলা পর্যায়ের একটি মহিলা কলেজ জাতীয়করণ করার কথা। জেলা পর্যায়ে অতি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত অনেক মহিলা কলেজ ইতিমধ্যে সরকারীকৃত হয়েছে। কিন্তু দেড় যুগের পুরনো এই মহিলা কলেজটির এখন পর্যন্ত সরকারীকরণ না হওয়ায় জেলাবাসী হতাশাগ্রস্ত।